সূচিপত্র

একজোড়া জুতো ১১

চিত্রশিল্পী ১৮

অশীতিপর বৃদ্ধার হেকমত ২৩

প্রজ্ঞা যেখানে পাও, কুড়িয়ে নাও ২৯

চাটুকারের দল বিলুপ্ত হবে কবে? ৩৪

ভালো কাজ করে যাও ৩৭

আগে নিজেকে বদলান ৪৩

দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল ৪৬

ঔষধ ও মিরাকেল ৪৯

ভালো মানুষ যারা ৫৪

ভাঙা দরজা ৫৭

ভালো ও মন্দ এবং আমাদের বিবেচনা ৬১

বধির ব্যাঙ ৬৫

আধেক বন্ধু ৬৮

ট্রাকের শিক্ষা ৭৩

নিজের স্বপ্ন পূরণে কারও সাথে আপস নেই ৭৭

কাচে ভরা কমলালেবু	৮০
বাস	৮৪
মা	৮৮
অন্ধ অনুকরণ	৯২
জোকার	৯৫
মানুষ ও সমুদ্র	৯৯
গরিব মানুষদের অবজ্ঞা কোরো না	১০২
টিয়ে পাখি	১০৫
কথা	১০৮
অর্ধেক ভরা গ্লাস	১১২
ভালোবাসা কাকে বলে	১১৬
কনের মার্কেট	১২০
বিপদ	১২৯
ব্যাঙ ও বিছা	১৩২
আকাশচুম্বী দালান	১৩৫
উপহার	১৩৯
সামান্য হলেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন	১৪৩
গরু	১৪৯
অন্ধ	১৫৩
নিজের কাজের মান যাচাই করার চেষ্টা করুন	১৫৭
ধারাক্রম	১৬১
হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ আস-সাকাফির প্রশ্ন	১৬৮
ঈগলমুরগি	১৭৭
সহজে বেঁচে ফেরা	১৮৬
উমার ইবনু আবি রাবিআ	১৯০

একজোড়া জুতো

দিগন্তজোড়া বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া পায়ে হাঁটা সরু একটি পথ। সে পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন একজন শিক্ষক ও তার ছাত্র। পথ চলতে চলতে পথের পাশে একজোড়া পুরোনো জুতো দেখতে পেলেন তারা। জুতো জোড়া ছিল এক কৃষকের। খাওয়ার সময় আরাম করে বসার জন্য রাস্তার পাশে জুতো জোড়া খুলে রেখেছিল সে। ছাত্র তার শিক্ষককে বলল, 'কৃষক বেটার জুতো জোড়া লুকিয়ে রাখা যাক, জুতো না পেয়ে দেখি, সে কী করে।'

শিক্ষক কোমলভাবে ছাত্রকে বললেন, গরিব-দুঃখীকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়া উচিত নয়। তুমি তো ধনী মানুষ; তুমি চাইলে অন্যভাবেও সুখ পেতে পারো। জুতো জোড়া না লুকিয়ে, কিছু টাকা ওর জুতোর ভেতর গুঁজে দাও, এরপর গাছের পেছনে লুকিয়ে দেখো, সে কী করে।

শিক্ষকের কথা ছেলেটির খুব মনে ধরল। সে দ্রুত কিছু টাকা জুতোর মধ্যে রেখে কৃষকের প্রতিক্রিয়া দেখতে গাছের আড়ালে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে খাওয়াদাওয়া সেরে কৃষকটি জুতো পায়ে দিতে আসল। এক পায়ে জুতো পরতেই সে টের পেল ভেতরে কিছু একটা তার পায়ে লাগছে। জুতোর ভেতরে হাত দিতেই টাকাটি বেরিয়ে এল। অন্য জুতো পরতে গিয়েও সেই একই ঘটনা! এবার কৃষক মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে দুহাত তুলে দুআ করল—

> *হে আমার রব, আপনার শুকরিয়া আদায় করি। আপনি জানেন যে, আমার সন্তানেরা কদিন ধরে না খেয়ে আছে। এ টাকা দিয়ে অনেক খাবার কেনা যাবে।*

এবার শিক্ষক তার ছাত্রকে বললেন, 'আগে যা করতে চেয়েছিলে, তার চেয়ে এটা

কি অনেক বেশি আনন্দদায়ক নয়?'

প্রথম শিক্ষা

সহজ-সরল মানুষ মাত্রই উপহাসের পাত্র নয়। আল্লাহ তাআলা নিজের দীনতার কারণে দরিদ্রদের সৃষ্টি করেননি, একইভাবে তিনি নিজের অক্ষমতার কারণেও কাউকে অসুন্দর করে বানাননি এবং তিনি নিজে অক্ষম বলে কাউকে অসুস্থ বানাননি। বরং সত্য হলো, দরিদ্রতা, অক্ষমতা এবং শ্রীহীনতা—এসব থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহ তাআলা এসব বৈশিষ্ট্যের অনেক অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে দান করেন। আর যাকে চান না তাকে দান করেন না।

আল্লাহ তাআলা ঐশ্বর্যশালী। কাউকে সম্পদ দিলেও তিনি ধনী, না দিলেও তিনি ধনী। কাউকে সৌন্দর্য দান করলেও তিনি নিজ কুদরতেই তা করেন, কাউকে সৌন্দর্য দান না করলেও তিনি আপন কুদরতেই তা করেন। আল্লাহ তাআলার কুদরত নিরঙ্কুশ; অক্ষমতা ও দীনতার কোনো প্রসঙ্গ আনা-ই এখানে অবান্তর। তাই কোনো দরিদ্র বা শ্রীহীন কাউকে উপহাস করার অর্থ হলো, আল্লাহকে অক্ষম ও ক্ষমতাহীন মনে করা; সৃষ্টিকে উপহাস করা মানে হলো, অজ্ঞাতসারে স্রষ্টাকে উপহাস করা।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা সব ধরনের মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে পানাহ চাই। তাই শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল ও অক্ষম কাউকে দেখলে আমাদের উচিত হলো, আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার করুণা ও দয়া প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আল্লাহ তাআলা রিজিক বণ্টন করে দিয়েছেন। তেমনই জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞাও জন্মগতভাবে তিনি ভাগ করে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই অদ্ভুত রকম সরল। আমাদের উচিত তাদেরকে সাহায্য করা। তারা যে সবার চেয়ে ভিন্নরকম, তাদের সেটা বুঝতে না দেওয়া।

মুসা আলাইহিস সালামের সময় খুব সাদাসিধে প্রকৃতির একটি লোক ছিল। লোকটি মাঠে গাধা চরাত। সে লোকটি একবার বলে বসল, 'হে আল্লাহ, তোমার যদি গাধা থাকত তাহলে আমার গাধাগুলোর সাথে তোমারটাও চরাতাম।'

মুসা আলাইহিস সালাম এ কথা শুনে প্রচণ্ড রাগ করলেন। আল্লাহ তাআলা তার কাছে এই মর্মে ওহি প্রেরণ করলেন—

'হে মুসা, শুনে রাখো, আমি মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ী তার কাছ থেকে হিসাব নিই।'[১]

---

[১] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৫৯; *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৪৩১৯; *উয়ুনুল আখবার*, খণ্ড : ২,

দ্বিতীয় শিক্ষা

ভালো কাজ করতে না পারলেও মনে মনে ভালো কাজ করার ইচ্ছা রাখা। কাজ ছোট হলেও সদিচ্ছা র গুণে সে কাজটি জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে কখনো অসৎ লক্ষ্যের কারণে কাজ বড় ও অসামান্য হলেও সেটি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে মাসজিদে নববিতে জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করত। কিন্তু তার এই সুন্দর কাজের পেছনে ছিল অসৎ উদ্দেশ্য। তাই তার শেষ পরিণতি ছিল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।

অপরদিকে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের এক ব্যভিচারী নারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।[১] যদিও ছোট্ট একটি কাজ, কিন্তু সেই মহিলার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। আর তা হলো—'আল্লাহ তাআলার সৃষ্টজীবের ওপরে অনুগ্রহ করা।'

তিনজন ব্যক্তির মাধ্যমে জাহান্নামের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। তারা হলো—**এক.** শহিদ। **দুই.** আলিম। **তিন.** দানশীল।

শুধু নিয়ত পরিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে, অসৎ নিয়তের কারণে তাদের শাহাদাত, ইলম ও দানের এক কানাকড়িও মূল্য থাকবে না। শেষ বিচারের দিন আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গকারীকে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। তাকে মহামহিম আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, 'দুনিয়াতে কী করেছ?'

জবাবে সে বলবে, 'আমি আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছি।'

আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধে গিয়েছিলে যে—মানুষ তোমাকে বীরযোদ্ধা হিসেবে স্মরণ রাখবে। তুমি যেমনটি চেয়েছ, তেমনই পেয়েছ। তুমি ইতিহাসের পাতায় একজন মহান বীরযোদ্ধা হিসেবে স্থান লাভ করেছ। তুমি তো আমার জন্য দ্বীনের পথে যুদ্ধ করোনি।'

এরপর তাকে উপুড় করে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সেই আলিমকেও আল্লাহ তাআলা একই প্রশ্ন করবেন, 'দুনিয়াতে তুমি কী করেছ?'

পৃষ্ঠা : ৪৫; বর্ণনাটি হাদিস হিসেবে বিশুদ্ধ নয়। এটি পূর্বেকার আহলুল কিতাবদের বর্ণনা থেকে সংগৃহীত।

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৪৬৭; *সহিহ মুসলিম* : ২২৪৫

তখন সে-ও বলবে, 'আমি ইলম অর্জন করেছি, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি।'

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এই উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করেছে, যাতে তুমি মানুষের কাছে আলিম হিসেবে সম্মান লাভ করো। আর মানুষের কাছ থেকে তোমার যে চাওয়া ছিল, তা তুমি পেয়ে গেছ।

এরপর তাকেও উপুড় করে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এবার দানকারীকে প্রশ্ন করা হবে, 'দুনিয়াতে তুমি কী করেছ?'

দানকারী জবাব দেবে, 'আপনি যতগুলো খাতে অর্থ ব্যয় করাকে ভালোবাসেন, আমি সবগুলোতেই শুধু আপনার জন্য অর্থ ব্যয় করেছি।'

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এই কারণে ব্যয় করতে, যাতে মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে—সমাজে তুমি সেই নামেই পরিচিত লাভ করেছিলে।'

এরপর তাকেও টেনেহিঁচড়ে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

নিয়ত ও উদ্দেশ্য মূলত মনের ব্যাপার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই নিয়তে যদি ভুল থাকে, তাহলে মানুষের আমল বরবাদ হয়ে যায়। একইভাবে নিয়ত যদি ভালো হয়, পরিশুদ্ধ হয়, তবে বাহ্যিক আমল ছাড়াও মানুষ বিশ্বাস ও আন্তরিকতার গুণে বিরাট প্রতিদান লাভ করে।

মুসা আলাইহিস সালামের সময় একবার ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অনেক গরিব মানুষ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলত—

হে আল্লাহ, আমার কাছে এ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ যদি থাকত, তাহলে আপনার পথে আমি তা ব্যয় করতাম।[২]

---

[১] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৩৮২; হাদিসটি সহিহ।

[২] হুবহু এই শব্দে বর্ণনাটি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কিতাবে ঘটনাটি এসেছে এভাবে, মুসা আলাইহিস সালামের সময় একবার ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন এক লোক মরুভূমির বালুকারাশির ওপর হাঁটতে গিয়ে মনে মনে বলল—

হে আল্লাহ, আমার কাছে এ বালুকারাশির সমপরিমাণ গম বা খাবার যদি থাকত, তাহলে আপনার পথে আমি তা ব্যয় করতাম। তখন আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে ওহির মাধ্যমে বলেন, 'আমার বান্দাকে জানিয়ে দাও, আমি তার দানকে কবুল করে নিয়েছি।' *[মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৫৬৮০;

তখন আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে ওহির মাধ্যমে বলেন, 'আমার বান্দাকে জানিয়ে দাও, আমি তার দানকে কবুল করে নিয়েছি।'

তৃতীয় শিক্ষা

ত্যাগ ও বিসর্জনের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত শান্তি। যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে দান করতে জানে, সে-ই প্রকৃত দানের স্বাদ অনুভব করতে পারে। গ্রহণ করার চেয়ে আমাদের প্রয়োজন বেশি বেশি দান করা। দরিদ্র মানুষের যতটা না অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন আমাদের দান করার। কারণ তাদের এই প্রয়োজন দুনিয়ার জন্য আর আমাদের প্রয়োজন আখিরাতের জন্য।

আমাদের চারপাশে ভালোভাবে লক্ষ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব, সে সবচেয়ে দামি, যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। যার মাধ্যমে মানুষ বেশি উপকৃত হয়। একটি গাছের মূল্য নিরূপিত হয় তার ফল দিয়ে; ফলের মান যত ভালো হবে, গাছটির মূল্য তত বাড়বে। গাছের গোড়া কতটুকু মজবুত, মাটির নিচে এর শিকড়বাকড় কত দূর ছড়িয়েছে—সে কারণে তার মূল্যবৃদ্ধি হয় না। যদিও শেষ পর্যন্ত এই গোড়াটিও মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয়।

যে মেঘ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, সে মেঘই মূল্যবান।

সূর্য আমাদের তাপ দেয়, আলো দেয়। তাই সূর্য আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান। আলিম যখন মানুষকে ইলম শিক্ষা দেবে, তখনই তিনি আল্লাহর কাছে মূল্যবান হবেন। তার জামা কতটুকু বড়, তার পাগড়ি কতটুকু লম্বা—এসব দেখে আল্লাহ তাআলা মোটেও তাকে পুরস্কৃত করবেন না।

যখন আমরা নিঃস্বার্থভাবে দান করতে শিখব, তখন সে দান আমাদের জন্য এক অপার্থিব শান্তি ও সুখ এনে দেবে। একটা সময়ে গিয়ে অন্যকে দান করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হবে, বদান্যতা হয়ে দাঁড়াবে আমাদের সংস্কৃতির অংশ।

আমাদের বড় সমস্যা হলো, আমরা সবসময় অন্যের থেকে কতটুকু পেলাম তা নিয়ে ভাবতে থাকি এবং নিজেদের অধিকার নিয়ে আমরা খুবই সোচ্চার থাকি। কিন্তু আমরা নিজেদের করণীয়, নিজেদের দায়দায়িত্ব এবং আমাদের ওপরে অন্যের কী কী অধিকার রয়েছে—সেসব নিয়ে মোটেও ভাবি না বা ভাবার প্রয়োজন বোধ করি না। অন্যে কী দিল, তার হিসাব আমরা ভালোই করতে জানি। কিন্তু আমরা তাদের কী

ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাজালি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৬৩; *তাফসিরুর রাযি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭; উল্লেখ্য, ঘটনাটি ইসরাইলি বর্ণনা থেকে সংগৃহীত। এটি হাদিস নয়।]

চিত্রশিল্পী

একটি ছোট্ট গ্রামে একজন চিত্রকর বাস করত। অসাধারণ সুন্দর ছবি আঁকত সে। ভালো দামে বিক্রি হতো তার ছবিগুলো।

একদিন গ্রামের একজন গরিব মানুষ চিত্রশিল্পীর কাছে এসে বলতে লাগল—তুমি ছবি বিক্রি করে তো অনেক টাকা আয় করো। গ্রামের গরিব-দুঃখীদের কেন সাহায্য কর না? আমাদের গ্রামের এই গোশত বিক্রেতার দিকে একটু তাকাও। যদিও তার বেশি ধনসম্পদ নেই, তবুও সে প্রতিদিন বিনা মূল্যে গরিবদের মাঝে গোশত বিলি করে।

চিত্রশিল্পী কথাগুলো শুধু শুনতে লাগল। লোকটির কথা শেষ হলে, তার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার মুচকি হাসল। লোকটি বিরক্ত হয়ে চিত্রকরের কাছ থেকে চলে গেল। সে এবার পুরো গ্রামে প্রচার করতে লাগল, এই শিল্পীটি ধনী হলে কী হবে! সে একজন কৃপণ মানুষ। এবার গ্রামের লোকেরা তার নিন্দা করতে আরম্ভ করল।

এর কিছুদিন পরে বৃদ্ধ চিত্রশিল্পী মৃত্যুবরণ করল। গ্রামের একজন মানুষও তাকে দেখতে এলো না। একপ্রকার সঙ্গীহীন অবস্থায় সে মারা গেল। কিছুদিন পর গ্রামবাসী লক্ষ করল, সেই গোশত বিক্রেতা এখন আর গরিবদের মাঝে গোশত বিলি করে না। গ্রামবাসী এর কারণ জিজ্ঞেস করলে গোশত বিক্রেতা জবাব দিল, সেই চিত্রশিল্পী সবার মাঝে সহায়তা করার জন্য আমাকে টাকা দিতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর টাকা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই গোশত বিলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

প্রথম শিক্ষা

আসুন, গভীরভাবে ভাবতে শিখি। বাহ্যিকভাবে কিছু দেখেই চট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেও উচিত নয়। মহৎ মনের অনেক মানুষ রয়েছেন, যারা লোকচক্ষুর আড়ালে

থাকতে ভালোবাসেন। তারা এতটাই মহৎপ্রাণ, তাদের দানের কথা কেউ জানুক, সেটাও তারা পছন্দ করেন না।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার লক্ষ করলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন ফজর সালাতের পরে মদিনার উদ্দেশে বের হন। তিনি কী করেন দেখার জন্যে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিছু নিলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ধারণা ছিল, আবু বকর বোধ হয় কোনো সমস্যায় পড়েছেন।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটি বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বের হয়ে আসলেন। পরপর কয়েক দিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একই কাজ করতে দেখে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হলো—ব্যাপারটা আসলে কী, তিনি জানতে চাইলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবনে কখনোই অকল্যাণকর কিছু করেননি। তাই উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে চাইলেন। একদিন উমার সে বাড়ির দরজায় করাঘাত করলে একজন অন্ধ বৃদ্ধা দরজা খুলে দিলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'এই লোকটি আপনার বাড়িতে কী করেন?'

বৃদ্ধা জবাব দিলেন, 'আসলে বাবা আমি তাকে চিনি না। তিনি প্রতিদিন এসে ঘরদোর ঝাড়ু দিয়ে, রান্নাবান্না করে এবং ময়লা কাপড় থাকলে সেগুলো ধুয়ে দিয়ে নীরবে চলে যান। ঘরে প্রবেশের সময় তিনি যেমন কোনো কথা বলেন না, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও কোনো কথা বলেন না।'

এ কথা শুনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন—'হে আবু বকর, পরবর্তী শাসকদের জন্য শাসনকার্যকে আপনি বড্ড কঠিন করে দিয়ে গেলেন।'

দ্বিতীয় শিক্ষা

মানুষকে নিয়ে ভাবা। মানুষকে জানার কীই-বা দরকার আছে! শুধু নিজেকে চিনি, নিজেকে জানি। মানুষের অন্যকে মূল্যায়ন করার মাপকাঠি কখনোই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না। অধিকাংশ মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, যখন কাউকে ভালোবাসতে শুরু করে, তখন তার দোষত্রুটিগুলোকেও ব্যক্তির গুণ ও বৈশিষ্ট্য মনে করে বসে। আর যখন কাউকে ঘৃণা করে, তখন ব্যক্তির ভালো গুণগুলোও তাদের কাছে খারাপ লাগতে থাকে।

লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তার পুরো পরিবারকে কোনো কারণ ছাড়াই গ্রাম থেকে বহিষ্কার করেছিল। সেদিন তারা বহিষ্কারের পেছনে যুক্তিসংগত একটি কারণও দেখাতে সক্ষম হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তার একটিমাত্র অপরাধ দেখাতে

সক্ষম হয়—'তিনি একজন নেক মানুষ'।

তার সম্প্রদায়ের উত্তর তো ছিল কেবল এটি—লুতের পরিবারকে গ্রাম থেকে বের করে দাও, এরা পবিত্র মানুষ।[১]

এটি কি এমন কোনো অপরাধ ছিল, যার কারণে কোনো মানুষকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া যায়! লোকেরা নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র ইউসুফকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিল। একত্ববাদে বিশ্বাসী ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে কুফরির অপবাদ দিয়েছিল। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু ও মিথ্যা কথা বলার অপবাদ দিয়েছিল।

সাহাল ইবনু সাদ আস-সায়িদি থেকে *সহিহুল বুখারিতে* বর্ণিত আছে, এক দরিদ্র লোক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখন সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করে নবিজি বলেন, 'এই লোকটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী?'

সাহাবিরা বললেন, 'তিনি তো খুব দরিদ্র একজন মানুষ। তিনি যদি কোনো পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তাহলে নিশ্চিত প্রত্যাখ্যাত হবেন। যদি কারও ব্যাপারে সুপারিশ করেন, তবে তার সুপারিশও গৃহীত হবে না'

এরপর উচ্চবংশীয় একজন ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তখন নবিজি এই লোকটির সম্পর্কেও সাহাবিদের অভিমত জানতে চাইলেন।

তারা জবাব দিলেন, 'তিনি যদি কোনো পরিবারে সম্পর্ক করতে চান, কেউই তাকে ফিরিয়ে দেবে না। কারও ব্যাপারে যদি সুপারিশ করেন, তাহলে তার সুপারিশ গৃহীত হবে।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমজনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—'নিশ্চয়ই এ দরিদ্র সাধারণ লোকটি উচ্চবংশীয় লোকটি থেকে লক্ষ গুণে উত্তম।'[২]

তৃতীয় শিক্ষা

আরবের প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ রয়েছে—'মানুষকে তুমি কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারবে না।'

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৮২

[২] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৩৮২; হাদিসটি সহিহ।

অশীতিপর বৃদ্ধার হেকমত

দীর্ঘ ৫০ বছর সফলভাবে দাম্পত্যজীবন পার করা এক বৃদ্ধাকে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—'এতগুলো বছর নির্বিঘ্নে একসাথে কাটিয়ে দেওয়ার পেছনে রহস্য কী ছিল; রান্নাবান্নার অসাধারণ গুণ? সৌন্দর্য? না কি সন্তান জন্ম দেওয়া?

তিনি উত্তরে বলেছিলেন—'আল্লাহ তাআলা তাওফিক দেওয়ার পরে দাম্পত্যজীবনের সুখ ও শান্তি পুরোটাই স্ত্রীর ওপরে নির্ভর করে। একজন নারীই পারে তার ঘরটিকে জান্নাতে পরিণত করতে আবার চাইলেই জাহান্নামে পরিবর্তন করতে। অর্থ ও সম্পদের কথা তুলো না—কত দুর্ভাগা ধনী নারী আছে, যারা স্বামীর সাথে সংসার করতে পারে না। সৌন্দর্যের কথাও রাখো—কত-শত সুন্দরী নারীর ডিভোর্স হয়। রান্নাবান্নার গুণও এখানে অপ্রাসঙ্গিক—কত ভালো রান্না জানা নারীদের জীবন দুঃসহ। ছেলে-মেয়েদের প্রসঙ্গ এনো না—কত নারী ছেলেসন্তান জন্ম দেওয়ার পরেও তাদের সংসার ভেঙে গিয়েছে।'

এ কথা শুনে উপস্থাপিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে রহস্যটা কী বলুন?

বৃদ্ধা বললেন, 'আমার স্বামী যদি কখনো প্রচণ্ড রাগ করে, আমি তখন মাথা নিচু করে বিনীতভাবে ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি; অনুশোচনা-বোধে এতটুকুন হয়ে যাই। তবে কখনোই এমনভাবে নিশ্চুপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে না, তোমাকে দেখে মনে হবে যেন তুমি ঠাট্টা করছ। পুরুষেরা এসব ধরতে পারে।'

তখন উপস্থাপিকা বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি তো তখন চাইলে ঘর থেকে বের হয়েও যেতে পারেন।'

বৃদ্ধা জবাব দিলেন, 'ভুলেও কখনো এ কাজ করবে না। তখন সে ভেবে বসতে পারে, তুমি তার কথা শুনতে চাও না। এমন সময়ে তোমার কাজ হলো—তার রাগ থেমে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু চুপ করে থাকা এবং সে যা বলছে, তা একবাক্যে মেনে নেওয়া। এরপর আমি তাকে বলি, কথা শেষ হয়েছে? তারপর ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে যাই। কারণ এতটা রাগ ও উত্তেজিত হওয়ার পর এখন তার বিশ্রাম প্রয়োজন। এরপর আমি ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির কাজগুলো সেরে ফেলি।'

উপস্থাপিকা আবারও জানতে চাইল—'এরপর আপনি কী করেন? তারপর কি দুই-এক সপ্তাহের জন্য কথা বলা বন্ধ করে দেন?'

বৃদ্ধা তার কথা শুনে বললেন, 'খবরদার এমনটি করতে যেয়ো না। কারণ কথা বন্ধ করে দেওয়া দুধারি তলোয়ারের মতো। সে যদি তোমার সাথে কথা বলতে চায়, আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে রাখো, তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দাও, এভাবে চলতে থাকলে তোমাকে ছাড়া একা চলায় সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

উপস্থাপিকা এরপর তাকে প্রশ্ন করল, 'এরপর আপনি কী করেন?'

বৃদ্ধা বলেন, 'কিছুক্ষণ পর তার জন্য শরবত বানিয়ে অথবা এক কাপ কফি তৈরি করে তার হাতে দিয়ে বলি—'নিন, সবটুকু পান করুন।' তখন আমাকে তিনি প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি আমার ওপরে রাগ করেছ?' আমি বলি, 'নাহ।' এরপর শুরু হয় কৈফিয়তের ফিরিস্তি—'আসলে দেখো, আমি তখন কিছুটা... আজকে না সকাল থেকে আমার মাথাটা খুব খারাপ ছিল...' এরপর তিনি নিজেই নানাভাবে আমার মন ভালো করার জন্য নানা কিছু করতে থাকেন।'

এ কথা শুনে উপস্থাপিকা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি তখন তার কথা বিশ্বাস করেন?

উত্তরে বৃদ্ধা বললেন, 'এ কেমন কথা! রাগ করলে তাকে বিশ্বাস করব আর শান্ত হলে তাকে বিশ্বাস করব না!'

বৃদ্ধাকে উপস্থাপিকা আবারও জিজ্ঞেস করল, 'আর অযথা গালিগালাজ করে যে আপনার সম্মান নষ্ট করল, তার কী হবে?'

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, 'সে যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আমি আমার ঘর যদি ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতে পারি, এটাই তো আমার সম্মান। এছাড়া আর কী সম্মান চাও তুমি? একসময় তো তোমাকে তার সামনে বিবসনা হতে হয়। কীসব সম্মান-মর্যাদার কথা বলছ! তোমার সম্মান তার সম্মান, তার সম্মান তোমার সম্মান। বিয়ের মাধ্যমে দুজনের সম্মান ও মর্যাদা এক হয়ে যায়।

প্রথম শিক্ষা

জীবনের দর্শন হলো—জীবনকে কীভাবে যাপন করতে হয়, সেটা জানা। সুখ ও শান্তির জন্য দরকারি উপকরণের প্রয়োজন আছে, তবে এর চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলো, শান্তিতে বাস করার আন্তরিক ইচ্ছা। যার কাজই হলো জীবনসঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর দোষ ও ভুলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করা, সে আসলে আন্তরিকভাবে তার ভালো দিকগুলো দেখার সময় পায় না। আর যে জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনীর ভালো দিকগুলোই দেখে, তার খারাপ দিকগুলো দেখার সময় হয় না। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কারণেই মানুষের প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।

মানুষ দুধরনের হয়ে থাকে—মাছি প্রকৃতির ও মৌমাছি প্রকৃতির। মৌমাছি কেবল ফুলের ওপরেই বসে। আর মাছি কেবল খুঁজে খুঁজে ময়লার ওপরে বসে। মৌমাছির মতো মানুষেরা অন্যের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য তার ভালো দিকগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে। আর মাছির মতো মানুষগুলো ঝগড়া-বিবাদ করার জন্য মানুষের দোষত্রুটি তালাশ করতে থাকে। মৌমাছির মানসিকতা পোষণ করলে জীবন উপভোগ্য হয়ে ওঠে আর মাছির মানসিকতা রাখলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। বাগানে ও ডাস্টবিনে জীবন কাটানোর মধ্যে যতটা পার্থক্য, এই দুই জীবনের মধ্যেও ঠিক ততটাই পার্থক্য।

দ্বিতীয় শিক্ষা

কোনো এক দার্শনিক বলেছিলেন—কিছু খাবার খেতে হলে যেমন ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তেমনই কিছু সমস্যা সমাধান করতে হলেও কিছুটা 'ঠান্ডা হওয়া' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কখনো কখনো সামান্য ধৈর্য ধারণের মাধ্যমেই অনেক সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়ে যায়।

'তোমার অবস্থান ভুল, আমার অবস্থান সঠিক'—এসব বলা থেকে বিরত থাকতে হবে; সম্পর্ক ধরে রাখতে চাইলে গলা চড়ানো যাবেনা কিছুতেই। তাকে শান্ত হতে দিলে, সে যে ভুলের মধ্যে আছে এমনিতেই বুঝে ফেলবে। আগ বাড়িয়ে বোঝানোর দরকার নেই। অনেকেই শান্ত হলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে এবং গোঁড়ামি ছেড়ে নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়। তবে অনেকেই স্বীকার করতেই চায় না যে, সে ভুলের মধ্যে আছে। শান্ত হলেও নিজেদের ভুল আঁকড়ে রাখে। এই প্রকৃতির মানুষেরা ঝগড়া করতে করতে একসময় নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে।

তৃতীয় শিক্ষা

পুরুষ হলো প্রাপ্তবয়স্ক 'শিশু'। শিশুদের সাথে জোর খাটিয়ে কোনো লাভ হয় না। তাকে বশে আনতে হলে নারীকে নরম হতে হবে। রাগারাগি করলে কোনো লাভ

ভালো কাজ করে যাও

তোমাকে আমি চলে যেতে বলেছিলাম—কার্পণ্য করে নয়, তুমি যদি এভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি লজ্জা পাব।

এই পঙ্‌ক্তিগুলোকে কেন্দ্র করে একটি চমৎকার ঘটনা আছে। এক যুবক ছিল অঢেল সম্পদের অধিকারী। তার বয়সি এমন ধনী ছেলে পুরো শহরে শুধু সে একাই ছিল। তার বাবার জুয়েলারির ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসা ছড়িয়ে ছিল দেশে-বিদেশে। ছেলেটি বন্ধুবান্ধবকে সমাদর করত খুব। আর তার বন্ধুরাও তাকে এত বেশি সম্মান করত, যেমনটা সাধারণত এমনটা দেখা যায় না। হঠাৎ ছেলেটির বাবা মারা গেলেন। তাদের ব্যবসা থেমে গেল। কালের দুর্বিপাকে কিছুদিনের মধ্যেই এই ধনী পরিবারটি নিঃস্ব হয়ে গেল। ছেলেটি তার পুরোনো বন্ধুদেরকে খুঁজতে পথে নামল। যে বন্ধুটিকে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত এবং সুখে-দুঃখে তার পাশে থাকত, সেই ছেলেটির কথা তার মনে পড়ল। তার অন্যান্য বন্ধুদের তুলনায় এই ব্যবসায়ী বন্ধুটির সাথে তার বন্ধুত্ব সবচেয়ে গভীর ছিল। তার এখন বিরাট ব্যবসা—বাড়ি-গাড়ি, অর্থসম্পদ কোনো কিছুরই অভাব নেই। সবকিছু চিন্তা করে তার কাছে যেতে মনস্থ করল ছেলেটি। সে ভাবল, তার দুরবস্থা দেখে হয়তো তার বন্ধু কোনো কাজ দেবে।

তার বিশাল বাড়ির বিরাট ফটকের সামনে দাঁড়ালে দারোয়ান ছেলেটির এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইল। ছেলেটি নিজের পরিচয় দিয়ে এই বাড়ির মালিকের সাথে তার গভীর বন্ধুত্বের কথা তাকে জানাল। সব শুনে বাড়ির পরিচারক ভেতরে গিয়ে তার বন্ধুকে সবকিছু বলল। ধনী বন্ধুটি তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিল। পর্দা ভেদ করে যখন বাড়ির মালিকের দৃষ্টি পড়ল আগন্তুক লোকটির ওপরে, সে দেখতে পেল—গায়ে জীর্ণ জামা, শীর্ণকায় দেহ, নিম্নশ্রেণির খেটে খাওয়া মজুরের মতো চেহারা। দেখার পরে বাড়ির মালিকের তার সাথে দেখা করার ইচ্ছাটা একেবারে

মরে গেল। পরিচারক দিয়ে মালিক সংবাদ পাঠাল যে, তিনি এখন খুব ব্যস্ত; তার কারও সাথে এখন সাক্ষাৎ করার বিন্দুমাত্র সময় নেই।

এ কথা শুনে ছেলেটি চুপিসারে বাড়ি থেকে বের হয়ে এল। দুঃখে, কষ্টে, রাগে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সে। ভাবতে লাগল, মানুষ চিনতে কতটা ভুল করেছে! সে প্রতারিত হয়েছে, ধোঁকা খেয়েছে। ছেলেটি ভেবে পেল না, মানুষ এভাবে বন্ধুত্বের কথা ভুলে যেতে পারে? এতটা নিমকহারাম মানুষ হতে পারে! এমন বিশ্বাসঘাতক সে হয়ে উঠবে, এটা তো কল্পনাতেও ছিল না। সামান্য মানবতাবোধ কি তার মধ্যে নেই?—এমন হাজারো চিন্তা ছেলেটির হৃদয়ে ঝড় তুলতে লাগল।

ধনী বন্ধুর বাড়ি থেকে কিছুদূর যেতে না-যেতেই হঠাৎ পথে তিনটি লোকের সাথে তার দেখা হলো। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা খুব চিন্তিত—কাকে যেন খুঁজছে।

ছেলেটি সেই লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন?'

'হুম, আমরা অমুকের ছেলেকে খুঁজছি।'

জানা গেল, লোকগুলো তার বাবাকেই খুঁজছে। লোকগুলো ছেলেটির বাবার নাম বললে ছেলেটি তাদেরকে জানাল, সে তারই ছেলে এবং সেইসাথে এও জানাল, তার বাবা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন।

এ কথা শুনে লোকগুলো ভীষণ ব্যথিত হলো এবং দুঃখ প্রকাশ করল। তারা তার বাবার অনেক প্রশংসা করল। তাদের একজন বলল, 'তোমার বাবার জুয়েলারি ব্যবসা ছিল। মারা যাওয়ার আগে তিনি আমাদের কাছে মারজান পাথরের কিছু অলংকার আমানত হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন।' এ কথা বলে লোকটি এক থলে মারজান পাথর ছেলেটির হাতে দিল এবং লোকগুলো চলে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না ছেলেটি। নিজের চোখ-কানকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সে।

এবার তার মনে নতুন ভাবনা শুরু হলো। অলংকারগুলো কার কাছে বিক্রি করবে? কারণ বিত্তবান মানুষ ছাড়া এ অলংকার কেনার সামর্থ্য আর কারও নেই। আর যে শহরে সে থাকে, সেখানকার মানুষ খুবই দরিদ্র। থলেটি নিয়ে ছেলেটি রাস্তায় হাঁটছিল। কিছুক্ষণ পরেই একজন বয়স্ক নারীর সাথে তার দেখা হলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল অত্যন্ত ধনী পরিবারের। নারীটি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এই শহরে কি কোনো জুয়েলারি দোকান আছে?'

এ কথা শুনে ছেলেটি জানতে চাইল, 'কী ধরনের গহনা আপনি চান?'